দৈনিক খবর

তারিখ 13 NOV 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন ঃ

'কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে'

কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি পাঃ জেঃ), ১২ই নভেম্বর (সংবাদদাতা)।- স্বাধীনতার ২০ বছরেও কারিগরি শিক্ষার সামান্যতম উন্নয়ন সাধিত হয়নি। দীর্ঘদিনের নির্লিপ্ততা ও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। উদ্ভূত সংকটের কারণে ড্রপ আউটের হার দাঁড়িয়েছে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশে। ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট চলছে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নীতি ছাড়াই। এ অবস্থার উত্তরণে পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির ১০ দফা দাবী পূরণ না হলে ১৮টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট একযোগে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ-সুইডেন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে আয়োজিত বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি কাপ্তাই শাখার এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ প্রসংগে বলা হয়, গোটা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা গোড়া থেকেই ঝিম ধরে বসে আছে। বছরের পর বছর ধরে নানাবিধ অবহেলার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষাকে করা হয়েছে সমস্যা সংকুল, সৃষ্টি করা হয়েছে এক স্থবির পরিবেশ। ১৯৫৫ সাল থেকে চালুকৃত পলিটেকনিক শিক্ষায় আজ পর্যন্ত নতুন নতুন টেকনোলজি খোলা ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ৭ বছর যাবত পলিটেকনিক শিক্ষায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধি ছাড়াই চলছে। বিগত বছরগুলোতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কারণে অকারণে সরকারী হস্তক্ষেপে বন্ধ ঘোষণায় সেশন জটের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। স্বাভাবিক সেশন থেকে প্রায় ৩/৪ বছর পিছিয়ে পড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহ এক নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। এ অবস্থার নিরসনে শিক্ষক সমিতি ৪টি ব্যাচের ছাত্রদের এক বছরের একটি কোর্সে নিয়ে আসেন। তার জন্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। এ কারণে সরকার তাদেরকে মূল বেতনের ৩০ শতাংশ হারে সম্মানী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে এ খাতে কোন বরাদ্দ না থাকায় গত ১৮ মাস যাবত শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের ভাতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।

নেতৃবৃন্দ এ প্রসংগে সমিতির ১০ দফা দাবী পূরণের জন্য আহবান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কাপ্তাই শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি আমির হোসেন, অধ্যক্ষ মহীউদ্দীন আহমেদ, মোস্তফা আহমেদ, মুজিবুর রহমান চৌধুরী, হাসান আহমেদসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।